সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ ঃ

চুয়াডাঙ্গা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলা যা কৃষিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ জেলার আয়তন ১১৫৭.৪২ বর্গ কিলোমিটার। মোট আবাদি জমির পরিমান ৯৭,৫৮২ হেক্টর। মাটি উচুঁগঙ্গা বিধৌত পলি মাটি দ্বারা গঠিত। জেলার ভিতর দিয়ে পদ্মা নদীর অন্যতম শাখা নদী মাথাভাঙ্গা উত্তর পশ্চিমে ভারত হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এ জেলার কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১। জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্রতাভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০০ হতে ৯০০ মিলিলিটার।

এ জেলার ৯৮ ভাগ জমি সেচের অওতায়। ধান, গম, ভুট্টা, তৈলবীজ, ডালফসল, মসলাফসল, আলু, আখ, শাক, সবজী, পান উৎপাদিত প্রধান ফসল। এছাড়া প্রচুর ফলবাগান আছে। এ জেলায় সারা বছরই বিভিন্ন শাক সবজীর চাষ হয়ে থাকে। প্রধানত খরিপ-১ ও রবি মৌসুমেই সর্বাধিক (প্রায় ১৫,০০০হেক্টর) শাক সবজীর চাষ হয়। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ভুট্টা ও শাক সবজী কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রয়েছে। উৎপাদিত সবজী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া খরিপ-১ মৌসুমে ডাল জাতীয় ফসলের মধ্যে মুগ ৪০০০, তিল ৫০০ হেক্টর, খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই ২৫০০ হেক্টর এবং রবি মৌসুমে মসুর ৪০০০, সরিষা ৪৫০০ ও পেয়াঁজ ৮০০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়। এ জেলার ফসলের নিবিড়তা -২৬৪.২৫% এবং জেলা খাদ্যে উদ্বৃত্ত।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রধান অর্জন সমূহ ঃ

- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উদ্ধুকরণের মাধ্যমে ৪৮,৮৫০ টি ফলদ ও ৬,৮৫০ টি ঔষধি গাছের চারা রোপণ।
- প্রতি উপজেলায় ২টি করে এআইসিসি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন।
- ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্পভুক্ত চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলায় মোট ৬টি (প্রতি উপজেলায় ২টি করে) OFSSI নির্মিত হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ সনে ১২,৫০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সেচের আওতায় ১০০% জমি আনা হয়েছে।
- খামারযান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০% ভর্তুকীতে ৪৬টি ও ৫০% ভর্তুকীতে ১২টি পাওয়ার টিলার এবং ৫০% ভর্তুকীতে ২ টি রিপার বিতরণ করা হয়েছে।
- বিদেশে পান রপ্তানীর জন্য বালায়মুক্ত পান উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহনের করা হয়েছে।
- ভুট্টার আবাদ আবাদী জমির ৫০%। ভারতের কর্ণাটকের পরেই চুয়াডাঙ্গায় উৎকৃষ্ট উৎপাদিত হয় যা এই জেলাকে বিশেষত্ব দান করেছে।
- বিষমুক্ত আম উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানী এই জেলাকে বিশেষায়িত করেছে।
- বিষমুক্ত খেজুর গুড় উৎপাদনে এই জেলা বিশেষভাবে অবদান রাখছে। বছরে প্রায় ২৪০০ মেঃ টন গুড় উৎপাদন হয়।
- জেসমিন-১ ও ২ এবং ব্লাকবেরি জাতের গ্রীষ্মকালীন তরমুজের আবাদে বিশেষ সাফল্য এসেছে।
- ভুট্টা+আলু-মুগ/মাসকলায়-বোরো শস্য বিন্যাসটি সম্প্রসারণে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।